

সিটিগ্রুপ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পুরস্কার
‘ বছরের শ্রেষ্ঠ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ’
আবেদনপত্র

পূর্ণকৃত আবেদনপত্র নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠিয়ে দিনঃ

নাম : আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম
 সহকারী মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম)
 ঠিকানা : পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন
 ই-৪/বি আগারগাও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭
 ফোন : ৯১২৬২৪০-৩, ৯১৪০০৫৬-৯ (এক্সঃ ১১১৫), ফ্যাক্স : ৯১২৬২৪৪ , ৯১৩৪৪৩১

যে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী সংস্থা'র সুবিধাভোগী	
সংস্থার নাম	
ঠিকানা	
ফোন, ফ্যাক্স, ই-মেইল (যদি থাকে)	
তারিখ	
আবেদনকারীর ব্যক্তিগত তথ্যাবলী	
পূর্ণ নাম	
পুরুষ/মহিলা	
জন্ম তারিখ	
শিক্ষাগত যোগ্যতা	
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	
সন্তান/ পোষ্য	
পরিবারের উপার্জনক্ষম লোক সংখ্যা	
পূর্ণ ঠিকানা	
ফোন নম্বর	
ই-মেইল (যদি থাকে)	
উদ্যোগের তথ্যাবলী	
ব্যবসায়িক ঠিকানা	
উদ্যোগের ধরণ	
উদ্যোগের বাৎসরিক আয় ও ব্যয় (গত ৩ বছরের)	
বাৎসরিক বিক্রয় (গত ৩ বছরের)	
ব্যবসায় ঋণের পরিমাণ	
মোট সম্পদের পরিমাণ (স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণসহ)	
নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা (সার্বক্ষণিক কর্মী ও খন্ডকালীন কর্মীর সংখ্যা উল্লেখ করুন)	



বছরের শ্রেষ্ঠ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়াদি

১.	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে আপনি নিজেকে কেন সফল বলে মনে করেন? (১৫০ শব্দের মধ্যে বর্ণনা করুন)।
২.	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে সফল হওয়ার জন্য কি কি ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়েছে? কিভাবে আপনি সেগুলোকে মোকাবেলা করেছেন? (২০০ শব্দের মধ্যে বর্ণনা করুন)।
৩.	আপনার উদ্যোগটি অন্যান্যদের কিভাবে উৎসাহিত করছে এবং আপনার উদ্যোগটিতে আপনার পরিবার কতটা সম্পৃক্ত রয়েছে? (১০০ শব্দের মধ্যে বর্ণনা করুন)।
৪.	আপনার উদ্যোগটি যে একটি আদর্শ উদ্যোগ তার স্বপক্ষে কিছু দৃষ্টান্তসহ যৌক্তিকতা প্রদান করুন (এ সংক্রান্ত একটি কেস স্টাডি সংযোজন করুন)। (৮৫০ শব্দের মধ্যে বর্ণনা করুন)।
৫.	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে আপনার উদ্যোগটি নিয়ে আপনার নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ব্যক্ত করুন। (১০০ শব্দের মধ্যে বর্ণনা করুন)।
৬.	আপনার প্রতিষ্ঠানে কতজন কর্মী কর্মরত আছেন? নারী ও পুরুষ কর্মীর সংখ্যা কত? এতে কতজন দরিদ্র, প্রতিবন্ধী, অসহায় নারী নিয়োগ পেয়েছে?
৭.	আপনার উদ্যোগের গত ৩ বছরের আয় ও মুনাফা কত? আপনার উদ্যোগে উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ সম্পর্কে তথ্য প্রদান করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে বর্ণনা করুন)।
৮.	আপনার উদ্যোগটি কখনও ঋণ খেলাপীর আওতায় পড়েছে কি? পড়ে থাকলে তার কারণ এবং কিভাবে সমাধান করেছেন? (১৫০ শব্দের মধ্যে বর্ণনা করুন)।
৯.	আপনার উদ্যোগটির আর্থিক টেকসহিতা সম্পর্কে মন্তব্য করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে বর্ণনা করুন)।
১০.	আপনি কি ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহীতা থেকে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাতে পরিণত হয়েছেন? দফাওয়ারী ঋণ গ্রহণের বর্ণনা দিন।
১১.	প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় আপনার উদ্যোগে কোনো রকম ক্ষতি সাধন হয়েছে কি? হলে কিভাবে আপনি তার মোকাবিলা করেছেন? (২৫০ শব্দের মধ্যে বর্ণনা করুন)।
১২.	আপনার উদ্যোগটি পরিবেশ দূষণ করছে কিনা সে সম্পর্কে মতামত দিন। (১৫০ শব্দের মধ্যে বর্ণনা করুন)।
১৩.	আপনার উদ্যোগের হিসাবরক্ষণ বিষয়ে মতামত দিন। (১০০ শব্দের মধ্যে বর্ণনা করুন)।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা কারা?

একজন ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতা যিনি একাধিকবার ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণ করে এবং অধিক পরিমাণ অর্থ ব্যবহারের অভিজ্ঞতা অর্জন করে সর্বোচ্চ দুই লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে তাকেই ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যাদেরকে সচরাচর বাংলাদেশের মত অনেক উন্নয়নশীল দেশেও একইভাবে দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে একজন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তার পরিবারের একমাত্র আয়ের উৎস হিসেবে অবদান রাখে এবং তার নিজ এলাকার অল্প/কিছু সংখ্যক লোককে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়।

ক্ষুদ্র অর্থায়ন কি?

দরিদ্র বিমোচনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হচ্ছে ক্ষুদ্র অর্থায়ন। এটি দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষের এবং তাদের ক্ষুদ্র উদ্যোগের জন্য বহুবিধ আর্থিক সেবা, যেমন- সঞ্চয়, ঋণ, মজুরি প্রদান, টাকা স্থানান্তর, বীমা ইত্যাদির একটি ফলপ্রসূ সমাধান হিসাবে কাজ করে।

